ভোরের কাগজ

তারিখ 6 MAY 2003

ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ : শিক্ষক স্বল্পতা ও শ্রেণীকক্ষের সংকটে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : জেলার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে প্রয়োজন ও সৃষ্ট পদের অর্ধেক শিক্ষক থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী - লাইব্রেরিয়ান, প্রদর্শক ইত্যাদির পদও শূন্য রয়েছে। শিক্ষা সরঞ্জাম, কক্ষ, লাইব্রেরি ও ক্রীড়া চর্চার সুযোগ না থাকাসহ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বেতন ফি নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, ১৯৬২ সালে স্থাপিত হওয়ার পর ১৯৮০ সালে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। '৯৩-৯৪ সালে চারটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে এই কলেজে ১০টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। এখানে ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রি ও ১০টি বিষয়ে অনার্স কোর্সের জন্য অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ ৭২ জন শিক্ষকের দরকার। কিন্তু বর্তমানে অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষসহ শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৩৬ জন। শিক্ষকরা দায়িত্বের অতিরিক্ত ক্লাস নিলেও পুরো ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার্থীদের কোর্স পূরণ হচ্ছে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর একাধিক আবেদন করেও শিক্ষকের খালি পদ পূরণ করতে পারছেন না। কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের পুরো কোর্স সম্পন্ন করার জন্য পার্শ্ববর্তী বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের সম্মানী দিয়ে অতিথি শিক্ষক হিসেবে পাঠদানের কাজ করাচ্ছেন। প্রায় ১০ জন অতিথি শিক্ষক নিয়মিত এ কলেজে লেকচার দিচ্ছেন।

এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি বিষয়ে ৭ জন শিক্ষক আছে মর্মে ঘোষণা পাওয়ার পর অনার্স কোর্স চালুর ব্যবস্থা করে। কিন্তু বাস্তবে তা নেই। এখানে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ৫৬ জন শিক্ষক থাকার কথা। এর মধ্যে ২০ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। অনার্স চালু হওয়ার পর প্রতিটি বিষয়ে ৩ জন করে আরো ৩০ জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু মন্ত্রণালয় অনার্স কোর্স চালুর পর প্রতিটি বিষয়ে বাকি ৩টি পদ সৃষ্টির কোনো ব্যবস্থা করেনি। ফলে এখানে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা পড়ার পরিবেশ না থাকায় কলেজে ভর্তির আগ্রহ হারাচ্ছে। এবার অনার্স কোর্সে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসনের চেয়ে কম আবেদন পড়েছে।

কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর ৩২ জনের মধ্যে রয়েছে মাত্র ১০ জন কর্মচারী। কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ ২০ জন পিয়নকে মাস্টাররোলে কাজ করাচ্ছে। যাদের জন্য সরকারি কোনো অনুদান নেই। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ২০ জন মাস্টাররোলের পিয়ন ও অতিথি শিক্ষকদের সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে। কলেজের লাইব্রেরিয়ান পদটি কোনদিনও পূরণ করা হয়নি। তাছাড়া লাইব্রেরিতে বই আছে যৎসামান্য। প্রতি বছর বই কেনার জন্য মাত্র ১০ হাজার টাকার বরাদ্দ পাওয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর ১০টি পদের মধ্যে ৪টি পদ শূন্য। এখানে '৬২ সালে কলেজ স্থাপিত হওয়ার সময় যে ল্যাবরেটরি করা হয়েছিল, সেটিই চালু রয়েছে। অনার্স কোর্স চালু করার পর এর কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা মান উন্নয়ন করা হয়নি। এখানে তেমন যন্ত্রপাতিও নেই। ডেমোনেস্ট্রেটর-এর পদ খালি রয়েছে ২টি।

কলেজের মোট জমির পরিমাণ ২৯ একর হলেও ২২.২৯ একর দখলে রয়েছে। বেদখল জমিতে ভায়াবেটিক সমিতি, ভাসানি পাঠাগার নামে ইএসডিওর ট্রেনিং সেন্টার, একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বেশ কিছু বসতবাড়ি গড়ে উঠেছে।

ছাত্রদলের জেলা সাধারণ সম্পাদক মামুন বলেন, কলেজে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে। তাছাড়া টেন্ডার এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগ আছে। ব্যবস্থাপনা অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র শাহীম শাহজাহান বলেন, কলেজে ক্লাস হয় না বললেই চলে। শিক্ষকের অভাবে আমরা পড়ালেখা করতে পারি না। একাদশ বাণিজ্যের ছাত্রী রুমা, মৌরি, শারমিন, অনার্স পরীক্ষার্থী মতিন, খালেদ, কামাল বলেন, অতিথি শিক্ষক দিয়েও আমাদের শিক্ষক সমস্যার সমাধান হয়নি। রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন ৫/৬টা ক্লাস থাকে কিন্তু ২/৩টার বেশি হয় না। সামগ্রী না থাকলেও বাধ্য হয়ে আমাদের প্রাইভেট পড়তে হয়। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আতাউর রহমান বলেন, শিক্ষক সমস্যাই এই কলেজের মূল সমস্যা। ছাত্রছাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত কোনো ফি আদায় করা হয় না। তবে অতিথি শিক্ষক ও মাস্টাররোল পিয়নদের আর্থিক সহযোগিতার জন্য তাদের কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা নেওয়া হয়। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে বলা হয়, ছাত্র সংগঠনগুলো চাইলেই নির্বাচনের আয়োজন করা হবে।